‘আমার পথ’ (প্রবন্ধ)

শিক্ষর্থীরা যা শিখবে

নিজ সত্তাকে জানা ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার গুরুত্ব, সত্যকে জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণের তাৎপর্য। দাস মনোবৃত্তি ত্যাগ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা, কপটতা পরিহার করে ভুলের মধ্য দিয়েই সত্যকে জানার উপায়। মানবমুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে জরা-জীর্ণতাকে পেছনে ফেলে প্রগতির পথে নতুনের আবাহনে ঐক্য ওসম্প্রীতির গুরুত্ব।

পাঠ-পরিচিতি

“আমার পথ” প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধগ্রন্থ ‘রুদ্র-মঙ্গল’ থেকে সংকলিত। এই প্রবন্ধে নজরুল এমন এক ‘আমি’র আবাহন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ এক ‘আমি’র সীমায় ব্যাপ্ত করে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে ‘আমরা’ হয়ে উঠতে চেয়েছেন। সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক অসংকোচ। তাঁর স্বনির্ধারিত এই জীবন -সংকল্পকে তিনি যারা সত্যপথের পথিক হতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। সমাজ ও সমকাল পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিক দেখেছেন যে, সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরী হয় পরনির্ভরতা, আহত হয় আমাদের ব্যক্তিত্ব। প্রবন্ধিক তাঁর পথনির্দেশক সত্য অবিনয়কে মেনে নিতে পারে কিন্তু অন্যায়কে সহ্য করে না।

নজরুল এই প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন য়ে, তিনি ভুল করতে রাজি আছেন কিন্তু ভণ্ডামি করতে প্রস্তুত নন। তিনি জানেন, ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই সত্যকে পাওয়া যায়। মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত হতে পারলেই ধর্মের সত্য উন্মোচিত হবে। এক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। ঐক্যের মূল শক্তি সম্প্রীতি। আর এই সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।